ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 102 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৫৮ ● কলকাতা ● ০৪ আশ্বিন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 65

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর এই সম্পূর্ণ বিশ্বাসের কারণে এই ব্যক্তি ইতিবাচকভাবে ভরা হন। এই মানুষ পরমাত্মার সত্যস্বরূপকে জানে, পরমাত্মার সত্যস্বরূপকে চেনে। আর এই কারণেই এরকম মানুষের প্রার্থনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর আস্থা থাকে।"

"পরমাত্মার উপর সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করার আগে তাঁর সত্যস্বরূপকে জানা খুব দরকার। যেমন গন্তব্যস্থানই জানা নেই তো রাস্তা খোঁজা তো আরও কঠিন হয়ে যায়। সেইরকম ঈশ্বরের স্বরূপের, স্থানের ঠিকানা জানা নেই তো প্রার্থনা কাকে করা যায়, কোন দিশাতে করা যায়? ঐ প্রার্থনার দিশাই স্পষ্ট নয়। যে পর্যন্ত প্রার্থনার দিশা ঠিক না হয়, সে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হবে না।

ক্রমশঃ

প্যান্ডেল উদ্বোধনে হাতিবাগানে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মহালয়ার আগের দিনেই শারদ উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার হাতিবাগান সর্বজনীন পুজোর প্যান্ডেল উদ্বোধন করলেন তিনি। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, 'মহালয়া থেকেই মাতৃমূর্তির উদ্বোধন করেন, তার আগে কেবল প্যান্ডেলের উদ্বোধন হয়।'তবে পুজোর আগে বাঙালিদের চিন্তা বাড়িয়েছে বৃষ্টি। এদিন মণ্ডপ উদ্বোধনে এসেও সকলকে বৃষ্টিতে না ভেজার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মহালয়ার সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। তবে দুপুরের পর থেকেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। অর্থাৎ পুজোর সময়ে বৃষ্টির ঘনঘটা থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তাই শনিবার থেকে পুজো উদ্বোধন হয়ে গেলে অনেক মানুষ আগে থেকে ঠাকুর দেখা শুরু করতে পারবেন।এদিন বৃষ্টি মাথায় নিয়েই হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো প্যান্ডেলে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অতীন

এরপর ৩ পাতায়

ফালাকাটায় মদ খেয়ে গাড়ি চালালেই গ্রেপ্তার, হতে পারে ফাইন

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

মদ্যপ চালকদের ধরতে পুলিশের উদ্যোগ।ধরা পড়লেই তিন মাসের জন্য লাইসেন্স বাতিল। তবে কি শুরু হল উৎসবের মরশুম? ভাবছেন আনন্দ করতে একটু সুরা পান করবেন।আর মদ্য অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালাবেন ? তাহলে সাবধান।অন্তত ফালাকাটার ক্ষেত্রে কিন্তু এমন টা করতে যাবেন না।পুলিশ ওঁত পেতে বসে আছে এমন মদ্যপ চালকদের ধরতে।

আদালতে গিয়ে গুনতে হতে পারে ১০হাজার টাকা ফাইন।উৎসবে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এমনকি কড়াকড়ি ব্যাবস্থাই গ্রহণ করেছে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন,মদ্য পান করে কেউ বেপরোয়া গাড়ি চালালে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ফালাকাটার পুলিশ জানিয়েছে, পুজো উপলক্ষ্যে ফালাকাটা শহরের একাধিক জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ নাকা চেকিং পয়েন্ট বানিয়েছে।গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলিতে দাঁড়িয়ে থেকে তল্লাশি করছে পুলিশ।এমনকি যানবাহন চালকদের মধ্যে একটু বেচাল দেখা গেলেই আর রক্ষে নেই।সঙ্গে সঙ্গে আটক করে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে ফালাকাটায় ডাম্পার,পিকআপ ভ্যান এমনকি বেপরোয়া প্রাইভেট গাড়ি, বাইক চালকদের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে।উৎসবের মরশুমে মদ্য অবস্থায় যাতে কেউ গাড়ি চালাতে না পারেন তার জন্য বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বেপরোয়া ড্রাইভিং কিংবা হেলমেট ছাড়া বাইক-স্কুটার আরোহী, সবকিছুই ধরা পড়ে যাচ্ছে পুলিশের সতর্ক চোখে।

মিঠাপুরে প্রধানমন্ত্রী বিকাশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

দিল্লির মিঠাপুরে গতকাল প্রধানমন্ত্রী বিকাশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

দিল্লি শিখ গুরুদ্বার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হরমিত সিং কালকা উদ্বোধনের পর অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জগদীপ সিং কাহলন, সদস্য গুরপ্রীত সিং এবং বিশেষজ্ঞ মানব চৌহান।

মিঃ কাহলন বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সারা দেশে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে এবং তরুণদের ক্ষমতায়ন করছে।

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইডির নতুন তথ্য

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

এই মুহূর্তে বেশ সংকটে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তিনি যে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছেন তা আগেই জানিয়েছে ইডি। এবার সামনে আনলেন নতুন তথ্য। জামিন কি বহাল থাকবে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার? নাকি রাজ্যের মন্ত্রীকে হেফাজতে পাবে ইডি? আজ(শনিবার) বিশেষ ইডি আদালতে রয়েছে শুনানি। তার আগে রাজ্যের কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও এক অভিযোগ ইডির। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, স্ত্রীর নামে নির্মাণ ব্যবসা খুলে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতেন চন্দ্রনাথ। নির্মাণ ব্যবসার নামে সন্দেহজনক লেনদেনের হদিশ পেয়েছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য,

বিকে কনস্ট্রাকশন নামে একটি সংস্থার অর্ধেক পার্টনার মন্ত্রীর স্ত্রী। ঘোট বেঁধেছে সেই সংস্থার আর্থিক লেনদেন নিয়ে। হিসাব নিয়ে বিপদে ওই সংস্থা ও মন্ত্রীর স্ত্রী। এই সংস্থার নামে ৫ ডেসিমেল জমি ৭ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে বলে হিসেব দেখানো হয়েছে। আবার সেই ৭ লক্ষ টাকা বিকে কনস্ট্রাকশন সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে হিসেবে দেখিয়েছেন মন্ত্রীর স্ত্রী। আবার কেবিপি রিয়েলটিব নামে একটি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি ৬ তলা আবাসন গড়েন মন্ত্রীর স্ত্রী। সেই আবাসন বেচে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা লাভ করেছেন বলে মন্ত্রীর স্ত্রী জানিয়েছেন। এছাড়াও ইলামবাজারে আট হাজার বর্গফুট জায়গা মলের জন্য ভাড়া দিয়েছেন চন্দ্রনাথের স্ত্রী। ইডির দাবি, স্ত্রীর নামে এই নির্মাণ ব্যবসাগুলি দেখানো হলেও তা আদতে নিজেই সামলাতেনড মন্ত্রী। এইসব আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগ ও জমি কেনার টাকার সঙ্গে দুর্নীতির যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন আবাসন ব্যবসায়ী কালো টাকা বিনিয়োগ করে সাদা করার একটা প্রবনতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে। সেই পথেই হেঁটেছেন মন্ত্রী বলেই ইডির ধারণা।

(১ম পাতার পর)

প্যান্ডেল উদ্বোধনে হাতিবাগানে মুখ্যমন্ত্রী

ঘোষও। উদ্বোধনের আগেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি কেবল মণ্ডলের উদ্বোধন করছি।'এরপর মঞ্চে উঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "আগামিকাল মহালয়ার তর্পণ হবে। মহালয়ার আগে আমি মাতৃমূর্তি উদ্বোধন করি না। আজকে আমি প্যান্ডেল উদ্বোধন হিসেবে এসেছি।"

গত কয়েকবছর ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মহালয়ার আগে শহরের একাধিক পুজোর উদ্বোধন করে আসছেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। শনিবার থেকে টানা চার পাঁচদিন ধরে নানা মণ্ডপে প্রদীপ জ্বালাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন হাতিবাগানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে প্রায় তিন জাহার পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি।

রবিবার নাকতলা উদয়ন সংঘ, ৯৫ পল্লি, যোধপুর পার্ক, বাবুবাগান এবং চেতলা অগ্রণীর উদ্বোধন হবে। ২২ সেপ্টেম্বর মমতা যাবেন আলিপুর সর্বজনীন, চেতলা কোলাহল গোষ্ঠী, বেহালা নতুন দল, বড়িশা, হরিদেবপুর ৪১ পল্লি, অজেয় সংহতি, বসুপুর তালবাগান, বসুপুর শীতলা মন্দির, গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাব ও কালীঘাট মিলন সংঘে।

২৩ সেপ্টেম্বরের তালিকা আরও দীর্ঘ। মুদিয়ালি, শিবমন্দির, সমাজসেবী, বালিগঞ্জ কালচারাল, ত্রিধারা, ৬৬ পল্লি, বডামতলা, আদি বালিগঞ্জ, একডালিয়া এবং সিংহী পার্কে উদ্বোধনে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে বিপাকে ফিরহাদ

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

কলকাতার বেশ কয়েকটি রাস্তা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আর সেখানেই তিনি পরে গেলেন অস্বস্তিকর অবস্থায়। তিনি বেরিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ১৬ নম্বর বরোর অধীনে যে সব রাস্তাগুলি আছে অর্থাৎ বেহালার জেমস লং সরণি, শখেরবাজার মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুর মহাত্মা গান্ধী রোড পরিদর্শন করেন। ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা আচমকাই ফিরহাদের গাড়ির সামনে হাজির হন। তিনি বলেন, "গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার গত বছর পুজোর সময় যা ছিল, এবারও তাই আছে।" তিনি আরও বলেন, "এই যে ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা ঠিক করা হয়েছে। এক-দু মাসের মধ্যে আবার খারাপ হবে, আবার সামনের বছর পুজোয় ঠিক হবে। এটা একটু খেয়াল করবেন।" স্বাভাবিক কারণেই বিব্রত বোধ করেন মেয়র। মহিলার মুখোমুখি হয়ে ববি হাকিম জানান, মূলত যে সব জায়গায় জল জমে, সেই সব জায়গায় রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে পেভার ব্লক বসিয়ে মেরামত করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। উদাহরণ দিতে গিয়ে ওই মহিলা উল্লেখ করেন, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়াতেও গেলে দেখা যাচ্ছে, রাস্তা ভাল। তিনি বলেন, "ওখানেও তো রাজ্য সরকার রাস্তা তৈরি করছে।" এ কথা শুনে ফিরহাদ হাকিম যা উত্তর দিলেন, তাতে প্রশ্ন উঠেছে রাজ্য সরকারের পরিষেবা নিয়েই। মেয়র বলেন, "ওখানে (পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায়) জল নেই, ড্রেন নেই, ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই নেই।" জঙ্গলমহলে জল-বিদ্যুতের মতো পরিষেবা নেই, একথাই কিব বলতে চাইলেন ফিরহাদ? মেয়রের এমন মন্তব্যে খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না বিরোধীরা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "অন্যান্য জায়গায় যে ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি করা হয়েছে, তার সবই কেন্দ্রীয় সরকার করেছে।" তাঁর কথায়, "যা খাওয়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু ঈশ্বরই ভরসা।"

ডায়মণ্ড হারবারে কবি দীপক হালদারের স্মরণ সভা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভূমিপুত্র বিশিষ্ট কবি প্রয়াত দীপক হালদার স্মরণে শনিবার ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত এই সভায় পৌরোহিত্য করেন সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। কবি-পত্নীসহ কবির অনুরাগী ও প্রিয়জনেরা এই সভায় আলোচনা, স্মৃতিচারণ, কবিতা পাঠ ও গানের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভার শুরুতে কবির প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা অর্পণ করা হয়।কবি-পত্নী জয়ন্তী হালদার কবির ব্যক্তিজীবনের নানা কথা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর সাহিত্য সাধনায় বাড়ীর সকলেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল ও সহমর্মী। তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন পারিবারিক বাধা তৈরি হয় নি।

সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল এই স্মরণ সভা উপলক্ষে পাঠানো কবি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশাসক নিত্য সুন্দর ত্রিবেদী, কবি ইন্দ্রনীল দাস, ডঃ সন্তোষ কুমার মাজী প্রমুখের বার্তা পড়ে শোনান। এরপর তিনি কবির জীবনকথা ও কাব্য চর্চা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। মথুরাপুর থানার হরিণডাঙ্গা সাতপুকুরিয়া পাড়ায় তিনি ১৯৫০ সালের ১লা আগস্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। ছোটবেলায় পাড়ায় অভিনয়ের জন্য নাটক লিখেছেন। মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু মূলতঃ তিনি কবি। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'মগ্ন শিকড়ে একা' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে । মোট দশটি কবিতার বইয়ের মধ্যে ২০২২ সালে প্রকাশিত 'বোধিসত্বের আস্তানা' তাঁর শেষ বই। পেশাগত ভাবে তিনি হরিণডাঙ্গা কুমুদিনী জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দিরে শিক্ষকতা করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৯৬ সালে তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা জানানো হয় এশিয়ার অন্ধ কবির নামাঙ্কিত 'পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি পদক' দিয়ে । এছাড়া তিনি পেয়েছেন অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মান।

কবিতা পাঠ, আলোচনা ও স্মৃতি চারণায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক কামদেব শাসমল, ডঃ বলাইচাঁদ হালদার, কবি বক্রেশ্বর মণ্ডল, দেবাশিস হালদার, রত্নাকর মণ্ডল, শিশির পাইক, সাংবাদিক দিলীপ ঘোষ, শিক্ষক ও সমাজকর্মী সিদ্ধানন্দ পুরকাইত প্রমুখ। কবি ও শিল্পী সুব্রত মণ্ডলের রচনা ও সুরে বিশেষ শোকগাথা পরিবেশন করেন তৃষ্ণা মণ্ডলের পরিচালনায় স্বরবিতানের শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তৃষ্ণা মণ্ডল, সুচেতন মণ্ডল, সায়ন্তন খাটা, মানসী দাস, সুমনা হালদার, সুচেতনা মাইতি, বেহালায় সুর বাজিয়ে শোনান শুভেন্দু চক্রবর্তী। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পরিষদের সক্রিয় সদস্য সুব্রত বৈদ্য।

সম্পাদকীয়

কাশ্মীর থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিল পাক জঙ্গিরা

আর পাক অধ্যুষিত কাশ্মীর নয়। গোপন ঘাঁটি পরিবর্তনের সময় যে এসে গিয়েছে, তা আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। অপারেশন সিঁদুর সেই ঠিকানা বদলের উপলক্ষ্যকেই যেন পূর্ণ করেছে। কাশ্মীর থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে আফগানিস্তান লাগোয়া খাইবার পখতুনের দিকে যাচ্ছে একের পর এক পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী।পাশাপাশি, তাদের সদর দফতরগুলির ঠিকানা গোটা বিশ্বের কাছে হয়ে গিয়েছে উন্মুক্ত। এই পরিস্থিতি নতুন ঠিকানা খোঁজা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বললেই চলে। কিন্তু খাইবার পখতুনে কি নিজেদের জমি তৈরি করতে পারবে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীগুলি? আফগানিস্তান লাগোয়া হওয়ায় খাইবার পাখতুনের একটা বড় অংশ 'অলিখিত' ভাবে নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছে তালিবার গোষ্ঠী। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে সেই সব এলাকায় পা মারাতে ভয় পায় পাকিস্তানি সেনাও। মাঝে মধ্যেই হামলার মুখেও পড়তে হয় তাদের। আবার কাবুলিওয়ালাদের দেশ 'দখলের' পর পাকিস্তানিদের সঙ্গে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক হয়েছে তালিবানদের। এই পরিস্থিতিতে নতুন ঠিকানা জইশ কিংবা মুজাহিদীনদের জন্য কতটা নিরাপদ, সেই নিয়ে একটা আশঙ্কা থাকছেই।সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থা পিটিআই-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জইশ-ই-মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদীনের মতো পাকিস্তানের অন্যতম জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি তাদের সদর ঘাঁটির ঠিকানা বদল করছে। পাকিস্তান অধ্যুষিত কাশ্মীর থেকে সরে গিয়ে আফগানিস্তান লাগোয়া খাইবার পখতুনই এখন তাদের নতুন ঠিকানা। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল তাদের? প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ সূত্র মারফৎ পিটিআই জানতে পেরেছে যে ভারতীয় সেনার অভিযানের জেরেই একেবারে ক্ষান্ত হয়ে পড়েছে তারা। গত মে মাসেই পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার বদলা হিসাবে অপারেশন সিঁদুর অভিযান করে ভারতীয় সেনা।

রাতের অন্ধকারেই পাক অধ্যুষিত কাশ্মীরে ঢুকে একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেশের বায়ুসেনা। এই হামলায় শেষ হয়ে যায় জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের গোটা পরিবার। ধ্বংস হয়ে যায় হিজবুল গোষ্ঠীর ঘাঁটিও। যা আজও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, সেই হামলার কারণেই ভয় পেয়েছে পাকিস্তানের অন্যতম দু'টি জঙ্গি গোষ্ঠী।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আটত্রিশতম পর্ব)

বসে গঙ্গাযাত্রায় চললেন। নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসীমালার ঝালর, চারদিকে তুলসী গাছ, আর তার মধ্য চূড়ামণি দত্ত আসন করে বসে আছেন। তাঁর সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরনে রক্তবর্ণের চেলী, পিঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা। চতুর্দোলাটি নানা ভাবে সাজানো হয়েছে। সামনে পেছনে অসংখ্য লাল পতাকা। অসংখ্য ঢুলি ঢোল বাজাতে বাজাতে চলেছে তাতে বোল উঠছে 'চূড়া যায় যম জিনতে।' শোভাযাত্রাটি রাজবাড়ীর সামনে দাঁড়াল। কীর্তনীয়ারা দু হাত তুলে নাচতে নাচতে গাইছে-"আয়রে আয়-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সোমবার থেকে দাম কমছে বেশ কিছু ওষুধ সহ নানা পণ্যের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইতিমধ্যে ভারতের অর্থমন্ত্রী তাঁর নতুন GST নীতির কথা ঘোষণা করেছেন। আর তাতেই দেখা গেছে বহু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহ বহু জীবনদায়ী ওষুদের ওপর GST হয় শূন্য অথবা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সোমবার থেকে দাম কমছে খাদ্য ও পানীয় সহ বহু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের। এমনকি এয়ার কন্ডিশনার, টেলিভিশন, গাড়ি ও বাইকের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। দাম কমার কারণ হল জিএসটি কাউন্সিল ৩ সেপ্টেম্বর একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিএসটি হারে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন, মাত্র দুটি জিএসটি স্ল্যাব -৫% এবং ১৮% - বহাল রাখা হয়েছে। ১২% এবং ২৮% কর স্ল্যাব বাদ দেওয়া হয়েছে। ১২% স্ল্যাবের বেশিরভাগ পণ্য ৫% স্ল্যাবে রাখা হয়েছে, যেখানে ২৮% স্ল্যাবের বেশিরভাগ পণ্য ১৮% স্ল্যাবে রাখা হয়েছে। কিছু পণ্যের জিএসটি হার শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে।

খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁর কালো রং সৃষ্টির উৎসে। আবার তাঁর লাল রং পৃথিবীর আদি প্রতিরোধের রং। লাল-কালো রঙের মা কালী হরপ্পা থেকে পাণ্ডু রাজার ঢিবির স্মৃতিবাহী। তাঁর হাতের অস্ত্র ও তাঁর হাতের বরাভয়,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ডোভালের সঙ্গে 'সখ্য', সাহায্য করেন বাজপেয়ী সরকারকেও!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকারের সঙ্গে ইয়াসিন মালিকের যোগাযোগ নিয়ে শোরগোলের মাঝেই ফের প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য। আদালতে পেশ করা হলফনামায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ইয়াসিন জানালেন, বাজপেয়ী জমানাতেও কেন্দ্রের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। খোদ অজিত ডোভাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন শীর্ষ গোয়েন্দা কর্তাদের সঙ্গে।উল্লেখ্য, এর আগে ইয়াসিন মালিকের সেই হলফনামার এক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল। যেখানে তিনি দাবি করেছেন, তিনিই ভারত সরকারের শান্তিবার্তা জঙ্গিনেতার কাছে পৌঁছে দেন। আসলে ওই সময় পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করছিল মনমোহন সিংয়ের সরকার। আর তাতে শুধু সে দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে নয়, জঙ্গিনেতাদের সঙ্গেও আলোচনা শুরু হয়েছিল বলে ইয়াসিনের দাবি। তিনি হলফনামায় জানিয়েছেন, ইউপিএ সরকারের আমলে পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও জঙ্গিনেতাদের সঙ্গে ব্যাক চ্যানেল দিয়ে আলোচনার মাধ্যম হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করা হত। ইয়াসিনের দাবি, ২০০৬ সালে তিনি নিজে তৎকালীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর স্পেশ্যাল ডিরেক্টর ভিকে জোশীর নির্দেশে পাক জঙ্গি নেতা হাফিজ সইদের সঙ্গে দেখা করেন। ভারত সরকারের শান্তি বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন।শুধু তাই নয়, আরএসএস-এর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে প্রায় ৫ ঘণ্টার গোপন বৈঠক হয়েছিল তাঁর। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে। গত ২৫ আগস্ট দিল্লি হাই কোর্টে নিজের হলফনামা পেশ করেছেন সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ইয়াসিন। ওই হলফনামায় তিনি দাবি করেছেন, ২০০০-০১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জমানায় পাকিস্তানের সঙ্গে রমজান যুদ্ধবিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ইয়াসিন। তাঁর দাবি, সেই সময় তিনি দিল্লিতে অজিত ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডোভাল তাঁকে তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান শ্যামল দত্ত ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রের সঙ্গে আলাপ করান। মালিক দাবি করেছেন, বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আরকে মিশ্র তাঁকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্রজেশ মিশ্রের সঙ্গে প্রাতঃরাশে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকী লালকৃষ্ণ আডবাণী তাঁর প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান এবং সেই সময়ে তিনি (ইয়াসিন) প্রথম পাসপোর্ট পান। ২০০১ সালে এই পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন, সৌদি আরব ও পাকিস্তানে গিয়ে কাশ্মীর ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পথে সংগ্রামের বার্তা দেন।চমকের এখানেই শেষ নয়। ওই হলফনামায় আরও দাবি করা হয়েছে, ২০১১ সালে তিনি দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আরএসএস নেতাদের সঙ্গে প্রায় ৫ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠক করেন। এই বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর ডায়ালগ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন দ্বারা। নিজের হলফনামায় ইয়াসিনের দাবি, 'এটা সত্যিই উদ্বেগের বিষয় দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার বদলে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি যোগাযোগ রেখেছেন।' এমনকী শ্রীনগরে তাঁর বাড়িতে দুই শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বলেও জানিয়েছেন ইয়াসিন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

আফ্রিকায় প্রথম অস্ত্র কারখানা ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহু যুদ্ধে দীর্ণ আফ্রিকা। বিভিন্ন যায়গায় আজও জ্বলছে সংঘাতের আগুন। মহাদেশটিতে গৃহযুদ্ধের উত্তাপে ফায়দা লুটছে বিদেশি শক্তি। অস্ত্র থেকে শুরু করে 'পুতুল সরকার', আফ্রিকার তথাকথিতভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি সেখান থেকে মুনাফা খোঁজার চেষ্টা করেছে পশ্চিমের দেশগুলি।বলে রাখা ভালো, শুল্কযুদ্ধের প্রভাবে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। সেই সময়েই চিনের সঙ্গে বেড়েছে বন্ধুত্ব। তিয়ানজিনে ভারত-রাশিয়া-চিনের একমঞ্চে ছবি চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। কিন্তু এরপরেও বাণিজ্য প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে কোনও 'বন্ধু'কেই ভারত জায়গা ছেড়ে দেবে না তার প্রমাণ রোজ দিচ্ছে মোদি।উত্তরোত্তর শক্তি বাড়াচ্ছে চিন। এই প্রেক্ষাপটে মরোক্কো যাচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে টাটাদের তৈরি অস্ত্র কারখানার উদ্বোধন করবেন তিনি।

২০১৫ সালে মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মহম্মদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত হয়। এবার দু'দিনের সফরে ২২ তারিখ মরক্কো যাচ্ছেন রাজনাথ সিং। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী সরকারি সফর করছেন উত্তর আফ্রিকার এই দেশে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের নতুন দিশা দেখাবে তাঁর এই সফর। দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ক একটি মউ সই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময় এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ উদ্যোগের পথ আরও মসৃণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান শক্ত করার জন্য যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে বিমানবাহী রণতরী, মিসাইল থেকে শুরু করে অন্যান্য অস্ত্র, সব ক্ষেত্রেই আত্মনির্ভর হওয়ার বিষয়ে জোর দিচ্ছে ভারত। বিদেশি অস্ত্রের উপর নির্ভরতা অতীতে চাপে ফেলেছে ভারতকে। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে ভারত দেশে তৈরি তেজস, ব্রহ্মস-সহ অন্যান্য অস্ত্র তৈরির উপর জোর দেওয়া শুরু করেছে। এবার সেই উৎপাদনের ডালি নিয়ে বিশ্ববাজারে হাজির রাজনাথ। এই সফরে, মরক্কোর বেরশিদে টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেম ম্যারোক-এর নতুন কারখানা উদ্বোধন হবে। এই কারখানায় হুইলড আর্মার্ড প্ল্যাটফর্ম বা সাঁজোয়া গাড়ি উৎপাদন করা হবে। এটাই আফ্রিকার মাটিতে ভারতের প্রথম হাতিয়ার কারখানা। প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভর হওয়া তথা বিশ্ব বাজারে নিজের জায়গা তৈরি করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই সফর চলাকালীন, মরক্কোর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদেলতিফ লৌদিয়ির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন রাজনাথ। সেখানে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা এবং দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। গত জুলাই মাসে পাঁচ দেশে সফর করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই সফরে আফ্রিকার ঘানা এবং নামিবিয়ায় যান তিনি। এই সফরে প্রতিরক্ষা, বিরল খনিজ, সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। মোদির এই সফর বুঝিয়ে দেয় জোট নিরপেক্ষতা এবং অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির পাশাপাশি ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ আফ্রিকা সংক্রান্ত নীতির দিকেও নজর দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যে যে ভারত কাজ করছে তার প্রমাণ রাজনাথের মরোক্কো সফর।

(৪ পাতার পর)

সোমবার থেকে দাম কমছে বেশ কিছু ওষুধ সহ নানা পণ্যের

খাতও শূন্য জিএসটি লাগু হতে চলেছে। কিছু জীবনদায়ী ওষুধ এবং স্বাস্থ্য বিমার উপর জিএসটি প্রত্যাহার করা হয়েছে, যার অর্থ এই ওষুধ এবং বিমা প্রিমিয়াম উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা হয়ে যাবে। ৩৩টি ওষুধের উপর জিএসটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অক্সিজেনের উপর আগে ১২% জিএসটি ছিল, যা এখন প্রত্যাহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৩ সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের সভায় জিএসটি সম্পর্কিত একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১২% এবং ২৮% দুটি জিএসটি স্ল্যাব প্রত্যাহার করা হয়েছে, যার ফলে বেশিরভাগ পণ্যই সস্তা হয়ে গেছে।

স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য পেনশন সংক্রান্ত নিয়মবিধি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডাক বিভাগ তার অধীনস্থ কর্মীদের জানিয়েছে যে, সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেসের সরকারি গেজেটে পেনশন ও পেনশনার কল্যাণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জাতীয় পেনশন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ইউনিফায়েড পেনশন স্কিমে নিম্নলিখিত সুবিধা পেতে পারেন।

২০ বছর কাজ করার পর স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া কর্মীদের মধ্যে ইউপিএস-এর আওতাভুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। ইউনিফায়েড পেনশন স্কিমে ২৫ বছর কাজ করার পর পুরোপুরি সুবিধা পেতে পারেন। তবে, ২০ বছর বা তার পরে কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রো-রাটা ভিত্তিতে পেনশন পেতে পারেন। অবসর নেওয়ার পর পেনশন চালুর আগেই পেনশনভোগীর মৃত্যু হলে তাঁর বৈধ স্ত্রী বা স্বামী মৃত্যুর দিন থেকেই পারিবারিক পেনশন চালু হয়ে যাবে।

সেক্ষেত্রে ইউপিএস-এর আওতায় আসতে আগ্রহী ডাক বিভাগের কর্মীদের ৩০.০৯.২০২৫-এর মধ্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে।

সিনেমার খবর

আপত্তিকর ছবি ভাইরাল, আদালতে ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নিজের নাম, ছবি ও কণ্ঠস্বরের অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) তিনি আদালতে একটি আবেদন জমা দেন, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তার ছবি ও কণ্ঠস্বর বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা তার ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং পেশাগত ভাবমূর্তির জন্য হুমকিস্বরূপ।

ঐশ্বরিয়ার আইনজীবী সন্দীপ শেঠি আদালতে জানান, অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন পণ্যে যেমন কফি মগ, টি-শার্ট ইত্যাদিতে অভিনেত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইউটিউব ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এআই-জেনারেটেড আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও, যা অভিনেত্রীর সম্মানহানির আশঙ্কা তৈরি করেছে।

এছাড়া, 'নেশন ওয়েলথ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ঐশ্বরিয়ার নাম ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানটির লেটারহেডে তাকে 'চেয়ারপার্সন' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে—যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং প্রতারণামূলক।

আবেদনে আরও বলা হয়, কিছু অসাধু চক্র ঐশ্বরিয়ার জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। আইনজীবী স্পষ্ট করে বলেন, 'শুধু নাম ও ছবি ব্যবহার করেই কেউ কেউ অর্থ উপার্জন করছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, কিছু আপত্তিকর এআই ছবি ব্যবহার করে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে একই ধরনের অভিযোগ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন ঐশ্বরিয়ার শ্বশুর, বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন। তখন আদালত তার নাম, ছবি ও কণ্ঠস্বর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আদেশ দেন।

ভক্তের উপহার ২০০ কোটির সম্পত্তি কেন ফেরত দিয়েছেন সঞ্জয় দত্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। ১৯৮১ সালে 'রকি' সিনেমার মাধ্যমে সিনে দুনিয়ায় পা রাখেন। ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমা সুপারহিটের পর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ১৩৫টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে বিশ্বজুরে তৈরি করেছেন অগণিত ভক্ত। তাদের মধ্যেই এক নারী ভক্ত নাকি অভিনেতার নামে ২০০ কোটি টাকার সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে এক নারী ভক্ত মৃত্যুর পর তার নামে প্রায় ১৫০ কোটি রুপির (বাংলাদেশি টাকায় ১৯৯ কোটি টাকা) সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তবে অভিনেতা সেই সম্পত্তি নিতে অস্বীকৃতি জানান সঞ্জয়।

ওই ভক্তের নাম ছিল নিশা পাটেল। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর মারা যান। মৃত্যুর আগেই আইনি প্রক্রিয়ায় সঞ্জয় দত্তের নামে সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে আইনজীবীদের মাধ্যমে তা নিশার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন সঞ্জয় দত্ত।

যদিও এই ঘটনা এর আগেও একাধিকবার শেয়ার করেছেন সঞ্জয়। সম্প্রতি কপিল শর্মার শো'তে হাজির হন সঞ্জয় দত্ত ও সুনীল শেঠি। সেখানে তিনি এই গল্পটি আরেকবার বলেন।

সঞ্জয় দত্ত বলেন, "হঠাৎ একদিন থানার পক্ষ থেকে ফোন আসে। প্রথমে ভেবেছিলাম আবার কোনো ঝামেলায় জড়ালাম। পরে পুলিশ জানায়, এক মহিলা মারা গেছেন এবং তিনি তার সব সম্পত্তি আমার নামে লিখে গেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখি, দক্ষিণ মুম্বাইয়ে কয়েকটি বিল্ডিংসহ মোট সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি রুপি। আমি বলি, আমি ওই মহিলাকে চিনি না, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমার ভক্ত ছিলেন। তবুও তার সম্পত্তির ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। এরপর আমি সম্পত্তি তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিই, শর্ত ছিল যেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।"

এদিকে সঞ্জয় দত্তকে সম্প্রতি দেখা গেছে এ. হর্ষা পরিচালিত 'বাঘি ৪' সিনেমায় খলনায়কের ভূমিকায়। সিনেমাতে টাইগার শ্রফ অভিনয় করেছেন।

জন্মদিনে ভক্তদের যা বললেন অক্ষয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খিলাড়ি বলে খ্যাতি পাওয়া বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার পা রাখলেন আটান্নতে। একসময়ে তার স্ট্রাগলের সাক্ষী থেকেছে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ হয়ে ব্যাংকক। কখনও তিনি মার্শাল আর্টের 'গুরু', আবার কখনও বা রেস্তরাঁর রাঁধুনি। তবে সিনে দুনিয়ায় ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেও কম প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়নি তাকে। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে পর পর চোদ্দটা ফ্লপ দেখে বলিউডকে বিদায় জানিয়ে কানাডায় নতুন ইনিংস শুরু করবেন ভেবেছিলেন, তবে অদৃষ্টের হিসেব কে জানত? আজ সেই অভিনেতাই উত্থান-পতনের হিসেব না কষে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৪ বছর কাটানোর জন্য দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে কলম ধরলেন নিজের জন্মদিনে।

৯ সেপ্টেম্বর ৫৮ বছরে পা দিলেন অক্ষয় কুমার। বিশেষ এই দিনে দর্শক-অনুরাগীদের জন্য বিশেষ পোস্ট উপহার তার। খিলাড়ির মন্তব্য, নিজেকে গড়ে তোলার ৫৮ বছর, ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৪ বছর। দেড়শোটি সিনেমায় অভিনয়, এখনও আরও বাকি।

তিনি লেখেন, আমার এই জার্নিতে যারা আমার সঙ্গে থেকেছেন, আমাকে বিশ্বাস করে আমার সিনেমার টিকিট কেটেছেন কিংবা যেসব প্রযোজক-পরিচালকরা আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, আমাকে পথ দেখিয়েছেন, আমার এই সফরের অংশীদার তারাও। অক্ষয় কুমার আরও বলেন, যেভাবে আমাকে নিঃশর্ত ভালোবাসা দিয়েছেন আপনারা, যেভাবে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, আজ মন থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের ছাড়া আমি শূন্য। যারা আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, এই জন্মদিনটা তাদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

অক্ষয়ের এই পোস্টে ভক্তদের কমেন্টের জোয়ার। খিলাড়িকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বলিউডে তার কঠিন লড়াইয়ের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ।

এশিয়া কাপ

ওমানকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। আর গ্রুপ পর্বে ৩ ম্যাচের সবগুলোতেই হারল ওমান। সমানসংখ্যক ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্স-আপ হয় পাকিস্তান। এই গ্রুপ থেকে আগেই সুপার ফোর নিশ্চিত করে ভারত ও পাকিস্তান।

আবু ধাবিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে ভারত। শুরুটা করে অভিষেক শর্মা। তিনি মাত্র ১৫ বলে ৩৮ রান করেন। পাঁচ চার ও দুই ছক্কায় ঝড় তোলেন। সাঞ্জু স্যামসন অবশ্য ধীর গতিতে খেলেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ৪৫ বলে ৫৬ রান করেন। অক্ষর পাটেল ১৩ বলে ২৬, তিলক ভার্মা ১৮ বলে ২৯ রান করেন। শেষ দিকে হারশিত রানা ৮ বলে অপরাজিত ১৩ রান করে ইনিংস শেষ করেন। ওমানের ফয়সল শাহ, জিতেন রমনন্দি ও আমির কালিম দুইটি করে উইকেট নেন।

জবাবে ওমান ভালো শুরু করে। ছয় ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে তোলে ৪৪ রান। জতিন্দর সিং এগিয়ে খেলেন। তিনি ভারতের আরশদীপের সুইং সামলে চার মেরে চাপ কমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতের স্পিনার কুলদীপ যাদব এসে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন। নিজের দ্বিতীয় ওভারে তিনি ওমান অধিনায়ক জতিন্দরকে বোল্ড করেন। জতিন্দর করেন ৩৩ বলে ৩২ রান।

এরপর আমির কালিম আর হাম্মাদ মির্জা দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তোলেন ৯৩ রান। সেই জুটিই একটা সময় ভারতের বিপক্ষে অসম্ভব একটা জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল ওমানকে। তবে ১৮তম ওভারে কালিম ৪৬ বলে ৬৪ রান করে বিদায় নিলে সে স্বপ্ন ভেঙে যায়। পরের ওভারে হাম্মাদ মির্জাও ৩৩ বলে ৫১ করে বিদায় নেন। ম্যাচ তখন ওমানের ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে। শেষ ওভারে তাদের প্রয়োজন ছিল ৩৪ রান। সে ওভারে দলটা তুলে ফেলেছিল ১২ রান। ফলে শেষমেশ ২১ রানের হার সঙ্গী হয় তাদের।

তবে ওমান শুরু থেকে ভারতকে চাপে রেখেছিল। সে চাপটা নিজেদের ইনিংসের ১৯তম ওভার পর্যন্ত ধরে রেখেছিল তারা। এমন কিছু পাকিস্তান ম্যাচেও তো হয়নি! ভারত তিন ম্যাচ জিতেছে বটে, তবে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে তারা পড়ল অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ ওমানের বিপক্ষেই। তিন ম্যাচের মধ্যে সবচেয়ে কম নেট রান রেট এই ম্যাচ থেকেই পেল দলটা। পাকিস্তান আর আমিরাত যে গ্রুপে আছে, সে গ্রুপে ভারতকে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার তৃপ্তি নিয়ে এশিয়া কাপ থেকে বিদায় নিল ওমান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ভারত : ১৮৮/৮, ২০ ওভার (স্যামসন ৫৬, অভিষেক ৩৮, ফয়সাল ২/২৩)।

ওমান : ১৬৭/৪, ২০ ওভার (কালিম ৬৪, মির্জা ৫১, কুলদীপ ১/২৩)।

ফল : ভারত ২১ রানে জয়ী।

বহুবার ব্যালন ডি'অর জিততে চান ইয়ামাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ফুটবল বিশ্ব মাতিয়ে দিয়েছেন বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিন ইয়ামাল। গত বছর কোপা ট্রফি জয়ের পর এবার ব্যক্তিগত সাফল্যের আরও বড় মঞ্চ ব্যালন ডি'অরকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। ২০২৫ সালের ব্যালন ডি'অরের অন্যতম দাবিদার হিসেবেও ইতোমধ্যেই উঠে এসেছে তার নাম।

তবে ইয়ামালের লক্ষ্য শুধুই একটি ব্যালন ডি'অর নয়, বরং ইতিহাস গড়ার মতো অনেকগুলো। এক পডকাস্টে নিজের স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাসের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন এই তরুণ ফুটবলার।

তিনি বলেন, "আমি আমার বন্ধুদের বলেছি, আমি শুধু একটি ব্যালন ডি'অর জেতার স্বপ্ন দেখি না আমি অনেকগুলো জেতার স্বপ্ন দেখি। আমি বিশ্বাস করি, আমার তা অর্জনের সামর্থ্য আছে। যদি আমি তা না পারি, তাহলে তার জন্য দায়ী হবো আমি নিজেই। তাই আমি নিজেকে সবসময় আরও ভালো করার চেষ্টায় রাখি।"

তিনি আরও যোগ করেন, "যেদিন প্রথম ব্যালন ডি'অর জিতব, আমি খুশি হবো। তবে সেটাই শেষ নয়। আমি চেষ্টার মধ্যে থাকব আরও অনেকবার জেতার এবং দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখার।"

গত মৌসুমে ইয়ামালের পারফরম্যান্সও ছিল ব্যতিক্রমী। ১৮ গোল ও ২৫টি অ্যাসিস্টে সরাসরি অবদান রেখে বার্সেলোনাকে ঘরোয়া ট্রেবল জেতাতে সাহায্য করেন তিনি। চলতি মৌসুমের শুরুতেও দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন মাত্র পাঁচ ম্যাচেই সাতটি গোলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সরাসরি।

রোনালদোকে ভালবেসে নিজেকে 'পর্তুগিজ' বলতেন এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর প্রতি কিলিয়ান এমবাপ্পের ভক্তি নতুন কিছু নয়। তার শোবার ঘরের দেয়ালজুড়ে রোনালদোর পোস্টার, ছোটবেলা থেকেই তার খেলার স্টাইল অনুকরণ করার চেষ্টা সবই পুরোনো খবর। তবে এবার আরও একধাপ এগিয়ে এমবাপ্পের মা ফায়জা লামারি জানালেন, ছোটবেলায় রোনালদোকে এতটাই ভালোবাসতেন এমবাপ্পে, যে নিজেকে পর্তুগিজই ভাবতেন!

ফরাসি পত্রিকা লা' ইকুইপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফায়জা বলেন, "সবকিছু শুরু হয়েছিল জিদান দিয়ে, মাত্র চার বছর বয়সে। তারপর যখন রোনালদো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে গেলেন এবং পরে রিয়ালে, তখন কিলিয়ান যেন তার একমাত্র আদর্শ খুঁজে পেল। সে বন্ধুর বাবার বাড়িতে যেত শুধু পর্তুগালের ম্যাচ দেখতে, আর বলত 'আমি পর্তুগিজ।' সে একেবারে পাগলের মতো রোনালদোকে ভালোবাসত।"

শুধু ভালোবাসা নয়, রোনালদোর পথ অনুসরণ করে রিয়াল মাদ্রিদে খেলার স্বপ্নটাও পূরণ করেছেন এমবাপ্পে। প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে গত গ্রীষ্মে বিনামূল্যে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন এই বিশ্বকাপজয়ী তারকা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR